তারিখ ... 12/10/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 1 ...

দৈনিক বাংলা

005

সহযোগিতা করলেও শাস্তি

নারী নির্যাতন শাস্তি অধ্যাদেশ চালু

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল থেকে নারী নির্যাতন শাস্তি অধ্যাদেশ-৮৩ কার্যকরী হয়েছে। এই অধ্যাদেশের আওতায় নারী নির্যাতনের জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১৪ বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

মহিলা বিষয়ক ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডক্টর শাফিয়া খাতুন সোমবার শিশু একাডেমীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন মহিলা সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী এই অধ্যাদেশের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, কেউ নারী অপহরণ করলে, অথবা অসৎ কাজে নারী ব্যবহার করলে তাকে এই আইনের আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১৪ বছর কারাদণ্ড দেয়া হবে।

তিনি বলেন, নির্যাতন ও ধর্ষণের কারণে যদি কোন নারীর মৃত্যু হয় তাহলে তাকে এই আইনের আওতায় সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১৪ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। যৌতু-

(শেষ পৃঃ ২—এর কঃ দ্রঃ)

মহিলা পরিষদের উদ্বেগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও আনসার কর্তৃক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে এ ধরনের ঘটনা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে।

মহিলা পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ও সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস মালেকা বেগম স্বাক্ষরিত এ বিবৃতিতে ভৈরববাজারগামী ট্রেনে রেল পুলিশ কর্তৃক ২০ বছরের রীনার শ্লীলতাহানীর চেষ্টা এবং সৈয়দপুরের জলঢাকা উপজেলার তিস্তা ব্যারেজে পাহারারত দু'জন আনসার কর্তৃক ১৪ বছরের সাইদা খাতুনকে ধর্ষণের ঘটনার কথা উল্লেখ করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান হয় ও দোষী ব্যক্তিদের

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অধ্যাদেশ চালু

(প্রথম পৃঃ পর)

কের শিকার হয়ে যদি কোন নারীর মৃত্যু হয় তাকেও অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী নারী নির্যাতন অধ্যাদেশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরো বলেন, নারী নির্যাতনের ব্যাপারে কেউ সহযোগিতা করলে তাকে অধ্যাদেশের আওতায় একই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ডক্টর শাফিয়া খাতুন বলেন, বাংলাদেশের কোন নাগরিক দেশ-বিদেশের যেকোন স্থানে নারী নির্যাতন করলে তাকে এই অধ্যাদেশের আওতায় বিচার করা হবে। একইভাবে কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে নারী নির্যাতনমূলক কোন অপরাধ করলে তাকেও বিচার করা হবে এই অধ্যাদেশের আওতায়।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সমাজে নারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছে। সামান্য যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছে হাজার হাজার অসহায় নারী।

তিনি বলেন, ১৪৩ বছর আগে মনীষীরা মহিলাদের যে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারা আজো সে সম্মান পাচ্ছেন না। বরং নির্যাতিত হচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, এর ফলে মহিলারা স্বাস্থ্য হারাচ্ছেন। স্বল্পায়ু হচ্ছেন। নিজেরাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন।

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, দেশ থেকে নারী পাচার সম্প্রতি উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। সুখী জীবন ও ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মহিলাদের বিদেশে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, এতো নির্যাতনের পরও সরকার বসে থাকতে পারে না। এজন্যে নারী নির্যাতন শাস্তি অধ্যাদেশের সিদ্ধান্ত গত ১১ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদে নেয়া হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক গত ২রা অক্টোবর অধ্যাদেশ অনুমোদন করেছেন।

তিনি বলেন আইন শুধু পাস করলে হয় না কার্যকর করারও প্রয়োজন। এজন্যে তিনি দেশের সকল গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী বলেন নারী নির্যাতনের ব্যাপারে কোন মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

গত এক বছরে দেশে কত নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন জিজ্ঞাসিত হলে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী বলেন এসব তথ্য পুংখানুপুংখভাবে সংগ্রহের জন্য তাঁর মন্ত্রণালয় কোন ব্যবস্থা নেই। এজন্য তিনি স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও মহিলা সংস্থাগুলির সহযোগিতা কামনা করেন।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, দুঃস্থ মহিলারা যাতে নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেড় লক্ষাধিক মহিলাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মহিলা পরিষদ

(প্রথম পৃঃ পর)

শাস্তি দাবী করা হয়।

বিবৃতিতে দেশের নারী সমাজের প্রতি এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার আহ্বান

শিশু-কিশোর হত্যা ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঢাকা উত্তর-পশ্চিম বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল ওমেন্স ক্লাব এ ব্যাপারে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ক্লাবের সভানেত্রী মিসেস জাহানারা হক ও সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস রাশেদা আমিন এক বিবৃতিতে শিশু-কিশোরদের ওপর দৈহিক নির্যাতন বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। নারী নির্যাতন বন্ধে সরকার যে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাঁরা তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।